রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২, ২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৪/১৭ ভাদ্র ১৪১১

এস, আর, ও নং ২৬৪-আইন/২০০৪।—আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬নং আইন)-এর ধারা ২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০০১-এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত প্রবিধানমালার—

১। প্রবিধান ৩ এর উপ-প্রবিধান (১) এর "একটি সাদা কাগজে" শব্দগুলির পরিবর্তে "সংস্থা কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে বা একটি সাদা কাগজে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। প্রবিধান ৩ এর উপ-প্রবিধান (২) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-প্রবিধান সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(২ক)।—উপ-প্রবিধান (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সুপ্রীম কোর্টের অনিষ্পন্ন জেল আপীল মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করা হইলে উক্ত মামলা পরিচালনার ব্যাপারে সংস্থা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রবিধান ৩ এর মাধ্যমে কোন আবেদনপত্র দাখিলের প্রয়োজন হইবে না।"

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

৩। প্রবিধান ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৬। **আইনজীবীগণের প্রাপ্য ফি-এর হার নির্ধারণ, ইত্যাদি**।—(১) মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনজীবীগণ নিম্নবর্ণিত হারে ফি প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ—

(ক) সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত অন্যান্য আদালতে দেওয়ানী ও পারিবারিক মামলায়—

(১) আরজি ও আপীল স্মারক প্রস্তুতের জন্য সর্বোচ্চ ১২০০.০০ টাকা;

(২) লিখিত জবাব প্রস্তুতের জন্য সর্বোচ্চ ১২০০.০০ টাকা;

(৩) ছানী মামলার দরখাস্ত বা আপত্তি প্রস্তুতের জন্য সর্বোচ্চ ৭০০.০০ টাকা;

(৪) অন্তর্বর্তী (Interlocutory) দরখাস্ত বা এতদ্‌সংক্রান্ত আপত্তি প্রস্তুতের জন্য সর্বোচ্চ ৬০০.০০ টাকা;

(৫) সাধারণ দরখাস্ত (সময়ের দরখাস্ত ব্যতীত) প্রস্তুতের জন্য সর্বোচ্চ ১০০.০০ টাকা;

(৬) সাক্ষ্য গ্রহণের (চূড়ান্ত শুনানী) ক্ষেত্রে,—

(অ) পারিবারিক মামলার জন্য সর্বোচ্চ ৫০০.০০ টাকা;

(আ) দেওয়ানী মামলার জন্য সর্বোচ্চ ৮০০.০০ টাকা;

(৭) যুক্তিতর্ক বা আপীল মামলা শুনানীর জন্য সর্বোচ্চ ৭০০.০০ টাকা;

(৮) সময়ের দরখাস্ত ব্যতিরেকে বিভিন্ন জরুরী দরখাস্ত শুনানীর জন্য সর্বোচ্চ ২০০.০০ টাকা।

(খ) সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত অন্যান্য আদালতে ফৌজদারী মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে, আইনজীবীগণ সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটরদের জন্য প্রযোজ্য হারে ফি প্রাপ্য হইবেন; এবং

(গ) সুপ্রীম কোর্টে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনজীবীগণ সর্বোচ্চ ২৫০০.০০ টাকা ফি প্রাপ্য হইবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর প্রাপ্য ফি সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত অন্য কোন আদালতে মামলা পরিচালনা বাবদ পরিশোধযোগ্য হইলে উহার বিল সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক প্রত্যায়িত (Verified) হইতে হইবে।

(৩) উপ-প্রধান (১) এর দফা (গ) এর অধীন প্রাপ্য ফি সুপ্রীম কোর্ট-এর মামলা পরিচালনা বাবদ পরিশোধযোগ্য হইলে উহার বিল সংশ্লিষ্ট আইনজীবী সংস্থা কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত ফরম পূরণক্রমে, সমন্বয়কের মাধ্যমে, সুপ্রীম কোর্টের রেজিষ্ট্রার বরাবরে দাখিল করিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই উপ-ধারায় উল্লিখিত **"সমন্বয়ক"** বলিতে সুপ্রীম কোর্টের প্যানেল আইনজীবীগণের মধ্য হইতে সংস্থা কর্তৃক মনোনীত আইনজীবী সমন্বয়ককে বুঝাইবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন কোন বিল সুপ্রীম কোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিলকৃত হইলে তিনি তাঁহার মনোনীত কোন কর্মকর্তা দ্বারা উক্ত বিল পরীক্ষান্তে প্রত্যায়নপূর্বক সংস্থা বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(৫) সংস্থা বা, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি কর্তৃক কোন মামলায় কোন আইনজীবী নিযুক্ত করা হইলে মামলা পরিচালনায় প্রাথমিক খরচ নির্বাহের জন্য অগ্রিম খরচ বাবদ ২০০.০০ (দুই শত) টাকা সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে প্রদান করা যাইবে এবং অগ্রিম খরচ বাবদ প্রদত্ত অর্থ আইনজীবীর বিল পরিশোধের সময় সমন্বয় করা হইবে।

(৬) উপ-প্রবিধান (১) (ক) এ উল্লিখিত বিষয়ে কোন বিল আংশিকভাবে পরিশোধ করা যাইবে।"।

৪। প্রবিধান ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৭। **সংস্থা বা জেলা কমিটির ব্যয় নির্বাহ।**—(১) আইনের ধারা ১৩ এবং ১৪ এর বিধান অনুসারে আইনগত সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত আইনজীবীর ফি এবং অগ্রিম ফি, জেল আপীল মামলা পরিচালনার জন্য প্রদেয় ফি, সুপ্রীম কোর্টের অন্য কোন মামলা পরিচালনার নিমিত্ত ফি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয় সংস্থা বা জেলা কমিটির তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

(২) আইনের ধারা ৭ এর দফা (গ), (ঘ), (চ) এবং (ছ) এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্থা, সময় সময়, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উহার তহবিল হইতে জাতীয় পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে।

(৩) জেলা কমিটি উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত ব্যয় ব্যতীত আনুষঙ্গিক অন্য সকল ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতি অর্থ বৎসরে সংস্থার জাতীয় পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ১২ (বার) ভাগের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অর্থের শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ জেলা কমিটি প্রচার প্রচারণাসহ সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ব্যয় করিতে পারিবে।"।

৫। এই প্রজ্ঞাপন ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০৪ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

সংস্থার আদেশক্রমে

নাসরিন বেগম
পরিচালক।

মোহাম্মদ আলমীর হোসেন, উপ-নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।